JAN 5 2001

নারায়ণগঞ্জ জেলার কোথাও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই পৌঁছায়নি

রুমন রেজা, নারায়ণগঞ্জ থেকে ॥ নতুন শিক্ষাবর্ষ ইতোমধ্যে শুরু হলেও দেশের অন্যান্য স্থানের মতো নারায়ণগঞ্জ জেলার কোথাও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে এখন পর্যন্ত পাঠ্যবই এসে পৌঁছায়নি। কবে বই আসবে তাও নিশ্চিতভাবে জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ফলে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সব নতুন বই পাবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ৬টি বইয়ের মধ্যে পাবে ৩টি নতুন ও ৩টি পুরনো বই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস দাবি করেছে, আগামী সপ্তাহেই তাদের কাছে বই এসে পৌঁছাবে। এদিকে, বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বই খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে অবাধে।

চলতি বছর জেলার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস বলছে, মার্চের আগে সঠিক সংখ্যা জানানো সম্ভব হবে না। গত শিক্ষাবর্ষের (২০০০ সাল) শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী তারা বই সংগ্রহ করবে। ২০০০ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৭৭। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৯৪ হাজার ৭৮২, ২য় শ্রেণীর ৩৩ হাজার ২৩২, ৩য় শ্রেণীর ৫৩ হাজার ৪০৪, ৪র্থ শ্রেণীর ৫২ হাজার ৭৯২, ৫ম শ্রেণীর ৫৩ হাজার ৭৬৭ জন। এ হিসাবে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য দরকার পৌনে ১৩ লাখ বই।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন জানান, গত বছরের উদ্বৃত্ত ২ লাখ ৮৬ হাজার বই রয়েছে। এ বইগুলো গত বছর ফেরত পাঠানো হয়। এগুলো উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অফিসে রয়েছে। অবশিষ্ট বই এখনও আসেনি। তিনি দাবি করেন, আগামী সপ্তাহেই পৌঁছাবে অবশিষ্ট বই।

সূত্র জানিয়েছে, বই যাবে নারায়ণগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলা শিক্ষা অফিসে। সেখান থেকে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে এভাবে বিভিন্নস্তর পেরিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে চলতি মাসের মধ্যে আদৌ বই পৌঁছাবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, স্কুলে পৌঁছানোর পরও শিক্ষার্থীদের হাতে ত্বরিত বই পৌঁছানোর কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। শুরু হয় নানারকম টালবাহানা। বিনামূল্যে বই বিতরণের কথা থাকলেও অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয়। স্কুলভেদে এই চাঁদা ৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত। অনেক দরিদ্র শিশু চাঁদা দিতে না পারায় বই হাতে পায় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান শিক্ষক অকপটে বলেন, বই আনতে খরচ লাগে। এই খরচ তোলার জন্যই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২/৪ টাকা চাঁদা নিতে হয়। সূত্র দাবি করেছে, স্কুলগুলোতে কিভাবে বই বিতরণ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একজন শিক্ষক ফোনের সঙ্গে বলেন, নিয়ন্ত্রণ থাকবে কিভাবে? উপজেলা শিক্ষা অফিসেই টাকা ছাড়া কাজ হয় না। টাকার জন্য যেন হা করে থাকে এই অফিসের চেয়ার টেবিল পর্যন্ত।

ভৈরব ও নীলফামারীতেও বিরাজ করছে একই অবস্থা

জেলা প্রাথমিক কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন বলেন, বই দেয়ার সময় চাঁদা নেয়া হলে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। এরকম অভিযোগ আমার কাছে এলে ব্যবস্থা নেব।

এ দিকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ছাপানো সরকারী বই খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, শহরের ডিআইটি ২নং গেটের উকিলপাড়া এলাকার ফুটপাথে এ ধরনের বই বিক্রি হচ্ছে। ডিআইটি মার্কেটের কয়েকটি বইয়ের দোকানেও এ রকম বই পাওয়া যায়। তবে তারা অন্য জায়গায় নিরাপদে বই রাখে।

ভৈরব

ভৈরব থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ভৈরবের ছাত্রছাত্রীরা নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক পায়নি। অনেকে পুরনো পাঠ্যপুস্তক অধিক দামে কিনে আপাতত স্কুলে যাচ্ছে। এতে অভিভাবকসহ ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাথমিক স্কুলগুলোর অবস্থাও প্রায় একই রকম। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নতুন পুরনো বই মিলিয়ে দেয়া হচ্ছে। জানা গেছে, ভৈরব পৌর এলাকাসহ ৭টি ইউনিয়নের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী এখন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পায়নি। দোকানগুলোতেও নতুন বই আসেনি। ফলে নতুন বই ছাড়াই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাচ্ছে। অনেকে নতুন বই না পেয়ে অধিক মূল্যে পুরনো বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

নীলফামারী

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার প্রায় এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তত তিন লাখ কোমলমতি ছাত্রছাত্রী পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। গেল বছরের ৩১ ডিসেম্বর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের কথা থাকলেও বুধবার পর্যন্ত শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজী ও অঙ্ক, প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী বই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়েছে। অবশিষ্ট পাঠ্যপুস্তক কবে পাওয়া যাবে তাও অনিশ্চিত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, গোটা নীলফামারী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নয় শ' ৬৭টি। এর মধ্যে সরকারী ৪৭২টি, বেসরকারী ৪৩৮টি এবং ৫৭টি স্যাটেলাইট। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৭৫ হাজার ২৪০ জন। নীতিমালা অনুযায়ী সরকারীভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এক শ' ভাগ এবং তৃতীয় থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ৫০ ভাগ পাঠ্যপুস্তক বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী ১ লাখ ৮২ হাজার ৬শ' ৮৭ সেট বই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ৫টি চালানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা ও অঙ্ক বই মিলিয়ে জেলা কর্তৃপক্ষ পেয়েছে মাত্র ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৭টি বই। সূত্র মতে, নতুন বছরের পাঠ্য পুস্তক চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণের কথা থাকলেও বরাদ্দ অনুযায়ী সময় মতো পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এখন অনিশ্চিত। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই বিদ্যালয়ে হাজিরা দিচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খোলাবাজারে পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন পর্যন্ত ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত কোন পাঠ্যপুস্তক বিক্রি শুরু হয়নি। তাই ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় যাচ্ছে-আসছে কিন্তু ক্লাস হচ্ছে না।